The Financial Express

26 JUN 2025

BEPZA seminar in Tokyo

Japanese investors urged to explore EPZs in BD

FE REPORT

The Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) hosted a high-level investment seminar in Tokyo, Japan, on Wednesday, urging Japanese investors to explore lucrative opportunities in the country's Export Processing Zones (EPZs) and the BEPZA Economic Zone.

The seminar followed the recent visit of Chief Adviser Professor Muhammad Yunus to Japan, during which several Memorandums of Understanding (MoUs) were signed to enhance bilateral cooperation in investment, energy, and technology, according to an official statement.

Jointly supported by Maruhisa Pacific Co Ltd, Yokohama Labels and Printing (BD) Co Ltd, YKK Group, and Non-Resident Bangladeshis (NRBs) in Japan, the event attracted around 125 participants from leading Japanese investment organisations and industrial groups.

In his keynote address, BEPZA Executive Chairman Maj Gen Abul Kalam Mohammad Ziaur Rahman called on Japanese businesses to expand their footprints in Bangladesh.

"Bangladesh is where potential meets performance and partnerships lead to prosperity," he said.

Highlighting Bangladesh's strategic location at the crossroads of South and Southeast Asia, he noted the country's seamless access to regional and global markets, as well as its young, educated, and trainable workforce -- one of the most cost-effective labour pools in Asia.

He also emphasised the government's commitment to a business-friendly ecosystem, pointing to BEPZA's streamlined One Stop Service system, which offers tax holidays, duty-free import facilities, and legal protections for investors.

"This is not just an investment pitch -- it's a call for partnership to build a future aligned with global sustainability goals," he added.

Bangladesh Ambassador to Japan Md Daud Ali echoed this sentiment, reaffirming the government's proactive efforts to foster an investor-friendly climate.

He assured participants that the embassy is prepared to issue business and tourism visas to Japanese investors within an hour.

Several participants, including current investors and non-resident Bangladeshis, urged the ambassador to initiate a direct air route between Dhaka and Narita (city in Japan) to further strengthen investment and business connectivity.

Yuji Ando, former country director of JETRO Bangladesh, shared his insights on the benefits of investing in Bangladesh's EPZs, acknowledging some operational challenges but expressing confidence that they will be addressed soon.

Japanese investors Hiraishi Kiminobo of Maruhisa Pacific Co Ltd and Kano Tetsuro of Yokohama Labels and Printing (BD) Co Ltd reflected on over a decade of successful operations in Adamjee EPZ.

They praised BEPZA's efficient services and encouraged fellow Japanese entrepreneurs to consider investing in Bangladesh.

Md Tanvir Hossain, executive director (Investment Promotion) at BEPZA, delivered a detailed presentation on "Investment Opportunities in EPZs and the BEPZA Economic Zone," showcasing BEPZA's infrastructure, investor services, and key achievements.

The seminar concluded with an interactive Q&A session, where the BEPZA executive chairman, , director and executive director addressed queries from the audience.

BEPZA currently operates eight EPZs and one economic zone, with two additional EPZs under development in Jashore and Patuakhali.

To date, 450 enterprises from 38 countries have invested $7.05 billion in BEPZA-run zones, creating employment for over 0.5 million workers.

In the last fiscal year, EPZs accounted for 17 per cent of Bangladesh's national exports and 30 per cent of total foreign direct investment (FDI). Notably, 29 Japanese companies have invested over $621 million in these zones, employing more than 17,700 Bangladeshi workers.

bdsmile@gmail.com

CamScanner

The Business Standard

26 JUN 2025

Bangladesh no longer just a volume player but a global hub for sustainable RMG products: Commerce secy

RMG - DHAKA

TBS REPORT

Being the second-largest apparel exporter, Bangladesh will continue to attract international interest with its high-quality, value-added manufacturing capabilities, Commerce Secretary Mahbubur Rahman said yesterday.

"Bangladesh is no longer just a volume player — it's fast emerging as a global hub for sustainable, value-added apparel manufacturing. With strategic investment in innovation, compliance, and skilled workforce, the country is well-positioned to lead the next chapter of responsible fashion and textile sourcing," he said as the chief guest at the inaugural ceremony of 16th edition of Intex Bangladesh Expo-2025 at the International Convention City Bashundhara.

The commerce secretary further said with RMG exports projected to exceed $56 billion by 2026, platforms like Intex play a critical role in fostering partnerships, diversifying supply chains, and showcasing innovation across the textile and apparel ecosystem.

Addressing the programme, Md Anwar Hossain, vice chairman of the Export Promotion Bureau, said the trade ties between Bangladesh and many other countries, especially with India, is huge as India supplies huge quantities of cotton and other RMG related products which help to flourish our export.

Faisal Samad, managing director of Savartex Group said, "As we celebrate the success of our ready-made garments industry we are also at a crossroad. We are optimistic and at the same time cautious as we are set to graduate from the LDC country list."

The transition will bring opportunities as well as challenges especially in trade, compliance standards and market access, he said, adding, "To remain competitive in the global landscape, we must be ready to adopt new technologies which are showcased in the Intex Bangladesh exhibition."

Fazlee Shamim Ehsan, Executive President of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said Intex Bangladesh is playing a crucial role as a sourcing event for RMG and apparel sector by exhibiting fiber, fabrics and modern equipment which will help our RMG sector to produce world-class products.

Presiding over the event, Rajesh Bhagat, chairman and managing director of Worldex India said, "In apparel and RMG sector, no country is self-sufficient as we don't produce everything we need. Which is why we are interlinked with each other.

CamScanner

সমকাল

26 JUN 2025

লজিস্টিকস ব্যয় কমাতে পারলে রপ্তানি বাড়বে

■ সমকাল প্রতিবেদক

ইআরএফের কর্মশালায় অভিমত

যেসব দেশে লজিস্টিক অর্থাৎ পণ্য সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার ব্যয় অনেক বেশি, তার অন্যতম বাংলাদেশ। এই ব্যয় বাংলাদেশে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেশি। অতিরিক্ত এই ব্যয় কমাতে পারলে যে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা তৈরি হবে, তাতেই রপ্তানি ২০ শতাংশ বাড়ানো সম্ভব।

গতকাল ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) আয়োজিত 'কনডাক্টিভ অটোমোবাইল পলিসি ফর গ্রিন গ্রোথ অ্যান্ড কম্পিটিটিভ ইকোনমি' শীর্ষক এক কর্মশালায় একথা বলা হয়। রাজধানীর পল্টনে ইআরএফ কার্যালয়ে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

ইআরএফ সভাপতি দৌলত আকতার মালার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যাল ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বারভিডা) সভাপতি মো. আব্দুল হক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও সিইও ড. মাশরুর রিয়াজ। আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রির (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী, উত্তরা মোটর্সের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি রিজওয়ান রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইআরএফের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'যে কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য দরকার সমন্বিত উদ্যোগ।' দেশে গত ১৬ বছরে বহু প্রতারণামূলক বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'গত ১৬ বছরে ঋণের নামে আমরা ১ টাকার জিনিস ২০ টাকা করেছি। আমরা তো পরিবেশেরও বড় ক্ষতি করে ফেলেছি। এসব উন্নয়ন করতে গিয়ে আমরা বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক দায় তৈরি করেছি, যা পরিশোধ করতে হচ্ছে। এটা তো টেকসই বিষয় নয়। দীর্ঘ মেয়াদে চলনশীল নয়। এখান থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে। এখান থেকে দেশের অর্থনীতিকে বের করে আনার জন্য সমন্বিত অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এমনকি এটার জন্য রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।'

দেশের অর্থনীতিকে এই দায় থেকে বের করে আনার জন্য সমন্বিত বহুমুখী নীতি গ্রহণ করতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের ব্যয়গুলোকে এমনভাবে করতে হবে, যাতে দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। দেশের জনমিতিক সুবিধার সুফল পেতে হলে সারাদেশে সব ধরনের পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।' জনমিতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য তিনি দেশে অটোমোবাইল শিল্পের ব্যাপক প্রসারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে অন্তত ২০০টি এমন নদী রয়েছে, যেগুলো দিয়ে নৌ পরিবহনের মতো সস্তা ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে পণ্য পরিবহন করা যায়। দেশে পরিবেশবান্ধব সরবরাহ ও পরিবহন ব্যবস্থা তৈরির জন্য সমন্বিত পরিবহন নীতি গ্রহণ করতে হবে।

মূল প্রবন্ধে মাসরুর রিয়াজ বাংলাদেশে লজিস্টিকস ব্যয় বেশি থাকার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, লজিস্টিকের অন্যতম উপাদান হচ্ছে উন্নত সড়ক এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য উন্নত প্রযুক্তির গাড়ি আমদানি করতে হবে। শুধু নতুন গাড়িই যে পরিবেশবান্ধব তা নয়। বরং উন্নত প্রযুক্তির বা উন্নত দেশে তৈরি করা পুরোনো গাড়ি অনেক বছর পর্যন্ত পরিবেশবান্ধব থাকে এবং উন্নত সেবা দেয়।

বারভিডার সভাপতি আব্দুল হক বলেন, দেশে পুরোনো গাড়ি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ব্যাখ্যা দিয়ে অতিরিক্ত আমদানি কর চাপানো আছে। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তির তৈরি গাড়ি বিশেষ করে জাপানের মতো দেশের তৈরি পুরোনো গাড়িও অনেক বছর ধরে পরিবেশবান্ধব থাকে। যেটা অনেক দেশের নতুন গাড়িও দিতে পারে না। সুতরাং জাপানসহ উন্নত দেশের প্রযুক্তির তৈরি ব্যবহৃত এবং পুরোনো গাড়ি আমদানিবান্ধব নীতি গ্রহণের পরামর্শ দেন বারভিডার সভাপতি।

উত্তরা মোটর্সের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান বলেন, দেশে গাড়ি সংযোজনে ভ্যালু এডিশন হচ্ছে না। বাংলাদেশের যে অটোমোবাইল পলিসি রয়েছে, সেটা তখনকার এনবিআর নিজেদের মতো পরিবর্তন করে জটিল করে রেখেছে। যে কারণে বিদেশি বিনিয়োগ আসেনি।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা